দৈনিক
আমাদের সময়

তারিখ ০৮ OCT 2017
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৬

পাঠ্যবইয়ে যুক্ত হচ্ছে আর্থিক শিক্ষা

স্কুল শিক্ষার্থীদের ব্যাংক হিসাব ১৪ লাখ

আবু আলী ●

দেশের টেকসই অর্থনীতির জন্য পাঠ্যবইয়ে আর্থিক শিক্ষা ও আর্থিক অন্তর্ভুক্তি কার্যক্রম চালুর উদ্যোগ নিয়েছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক। ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত ধাপে ধাপে সমাজবিজ্ঞান বিষয়ে একটি করে আর্থিক শিক্ষা বিষয় অধ্যায় অন্তর্ভুক্তি সময়োপযোগী বলে মনে করছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক। বর্তমানে প্রায় ১৪ লাখ শিক্ষার্থী স্কুল ব্যাংকিং সেবা ও আধুনিক ব্যাংকিং প্রযুক্তির সঙ্গে পরিচিতি বলেও জানানো হয়েছে।

দেশের সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এ কার্যক্রম সম্পৃক্তকরণের লক্ষ্যে আগামী ১০ অক্টোবর কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নর এসকে সুর চৌধুরীর সভাপতিত্বে স্কুল ব্যাংকিং, ফিন্যান্সিয়াল লিটারেসি, বৃত্তি বা উপবৃত্তি প্রদান মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিস ব্যবহারসহ সার্বিক বিষয়ে সম্ভাব্য কার্যক্ষেত্র চিহ্নিতকরণ ও সমন্বিত কর্মপ্রক্রিয়া নির্ধারণে বৈঠক হবে। ওই বৈঠকে আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের প্রতিনিধি পাঠানোর অনুরোধ করে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মহাব্যবস্থাপক মো. আবুল কাসেম আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সচিব ইউনুসুর রহমানের কাছে একটি চিঠি পাঠিয়েছেন। তিনি সেখানে বলেছেন, আর্থিক অন্তর্ভুক্তি কার্যক্রম সম্প্রসারণে বাংলাদেশ ব্যাংকের গৃহীত কার্যক্রমের অংশ হিসেবে ২০১০ সালে স্কুল ব্যাংকিং কার্যক্রম চালু করে। বর্তমানে প্রায় ১৪ লাখ শিক্ষার্থী স্কুল ব্যাংকিং সেবা ও আধুনিক ব্যাংকিং প্রযুক্তির সঙ্গে পরিচিতি। এ সুযোগ এরপর পৃষ্ঠা ৯ কলাম ৫

পাঠ্যবইয়ে যুক্ত

(৩ এর পৃষ্ঠার পর) দিন দিন বাড়ছে। এ কার্যক্রমের পরিধি বাড়াতে শিক্ষার্থীদের বেতন বা অন্যান্য ফি সংগ্রহসহ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আর্থিক লেনদেনের ক্ষেত্রে অনলাইন ব্যাংকিং ও মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস সুবিধা ব্যবহার, সব বৃত্তি/উপবৃত্তির অর্থ শিক্ষার্থীদের স্কুল ব্যাংকিং হিসাবের মাধ্যমে জমা এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানভিত্তিক ফিন্যান্সিয়াল লিটারেসি ক্যাম্পেইন/আর্থিক কর্মসূচিতে সহযোগিতার ক্ষেত্র সম্প্রসারণে উদ্যোগ হিসেবে গত বছরের ১০ নভেম্বর বাংলাদেশ ব্যাংক এবং মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের (মাউশি) সঙ্গে বৈঠক করে। ওই বৈঠকের সিদ্ধান্তের আলোকে আগামী সভা হবে বলেও জানানো হয়।

জানা গেছে, ২০০৫ সালে স্কুলের পাঠ্যক্রমে ফিন্যান্সিয়াল লিটারেসিকে অন্তর্ভুক্ত করার সুপারিশ করে অর্গানাইজেশন ফর ইকনোমিক কো-অপারেশন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট। এ বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংক পাঠ্যপুস্তকে আর্থিক শিক্ষাবিষয়ক কারিকুলাম প্রণয়নে এবং আর্থিক শিক্ষাবিষয়ক গল্প, প্রবন্ধ প্রোডাক্ট পরিচয় ইত্যাদি তৈরিতে প্রয়োজনীয় সহায়তা দিতে পারে।

জানা গেছে, ব্যাংক ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর মাধ্যমে পরিচালিত আর্থিক শিক্ষা ও সুস্থ ব্যাংকিং হিসাবসংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালনায় সহায়তার জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দান এবং পর্যাপ্ত প্রচার ও প্রচারণার পরামর্শ দিয়েছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক।

জানা গেছে, স্কুলগামী ছাত্রছাত্রীদের সঞ্চয়ে আগ্রহী করতে ২০১০ সালে দেশের সব তফসিলি ব্যাংককে স্কুল ব্যাংকিং সেবা চালু করে বাংলাদেশ ব্যাংক। এরই আলোকে বিদ্যালয়গামী শিশুদের জন্য চালু করা হয় আকর্ষণীয় মুনাফাসহ বিভিন্ন স্কিম। বাংলাদেশ ব্যাংকের সাম্প্রতিক তথ্য মতে, বর্তমানে খুদে শিক্ষার্থীদের হিসাবের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১৪ লাখ। স্কুল ব্যাংকিং কার্যক্রম এমন একটি কার্যক্রম, যেখানে ছাত্রছাত্রীরা ব্যাংকে টাকা জমা রাখতে পারে এবং নির্দিষ্ট মেয়াদ শেষে জমা করা অর্থ লভ্যাংশসহ উত্তোলনও করতে পারে।